দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

15 JAN 1989

যশোর বোর্ডঃ সার্টিফিকেট ভাষান্তরকালে হয়রানি

।। শামছুর রহমান ।।

যশোর ১৪ই জানুয়ারী — দীর্ঘ সূত্রতা জটিলতার কারণে যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ভাষান্তরকালে অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষা বোর্ডের মূল

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড

(প্রথম পৃঃ পর)

সার্টিফিকেট বাংলা ও ইংরেজী এ দু ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের জন্মলগ্ন থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি সার্টিফিকেট লেখা হতো ইংরেজীতে। স্বাধীনতার পর তা বাংলায় লেখা শুরু হয়। বিদেশে চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্যে বাংলায় লেখা সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় সার্টিফিকেটের ভাষান্তরকরণ।

ভাষান্তরকৃত সার্টিফিকেট পাবার জন্যে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত আবেদনপত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আবেদন জানাতে হয়। এ জন্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রবেশ পত্র, মার্কসীট ও বাংলায় লেখা সার্টিফিকেটও জমা দিতে হয় আবেদনপত্রের সঙ্গে। একজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষরও প্রয়োজন হয় আবেদনপত্রের সাথে, যিনি সার্টিফিকেট দেয়ার জন্যে সুপারিশ করবেন। প্রতিটি সার্টিফিকেটের জন্যে বোর্ডের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট ছাড়াও এসএসসির জন্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং এইচএসসির জন্যে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশ লাগে।

উল্লিখিত কাগজপত্র শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার পর আবেদনকারী যে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছিলেন সেখানে সার্টিফিকেট পাঠানো হয়। কিন্তু এই ভাষান্তরকৃত সার্টিফিকেট পাঠানোর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে জানাতে পারেন না। ফলে এগুলি বোর্ড থেকে পাঠাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

আবেদনকারী যদি বিদেশে কিংবা দেশের অন্য প্রান্তে থাকেন তাহলে সময় লাগে আরও বেশী, কারণ ভাষান্তরকৃত সার্টিফিকেট পাবার জন্যে নির্ধারিত আবেদনপত্রে তাকে স্বাক্ষর করতে হয়। শিক্ষা বোর্ড থেকে আবেদনপত্র নিয়ে আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রস্তুত করে তা জমা দিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক। নিয়ম অনুযায়ী ভাষান্তর করা হয় না। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি আবেদনকারীকে হাতে হাতে সার্টিফিকেট দেয়ার সুপারিশ করেন তাহলে শিক্ষা বোর্ড তা আবেদনকারীকে দিয়ে দেন।

বাংলা সার্টিফিকেট যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় তবে তাও সংগ্রহ করতে হয় আবেদনকারীকে। এগুলি বোর্ডে জমা দেয়ার পরই ইংরেজীতে লেখা সার্টিফিকেট দেয়া হয়। বাংলায় লেখা সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে দেন।

ভাষান্তরকৃত সার্টিফিকেট পাবার জন্যে আবেদনকারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কর্তৃপক্ষ জানান সংশ্লিষ্ট বিভাগে তাদের লোকজন কম। তাই সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। শিক্ষা বোর্ড কার্যালয়ে গেলে দেখা যায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আবেদনকারীরা সার্টিফিকেট পাবার জন্যে দিনের পর দিন ধর্ণা দিচ্ছেন। একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার (শিক্ষা বোর্ড) মতে সার্টিফিকেট বাংলা ও ইংরেজী দু ভাষায় লেখা প্রয়োজন। অতিরিক্ত একটি ভাষায় সার্টিফিকেট লেখার জন্যে যে খরচ তা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপের সময় আদায় করা যেতে পারে। এর ফলে অসংখ্য মানুষের হয়রানির শিকার আর হতে হবে না।